পরীক্ষা ছাড়াই ফল ঘোষণার সুযোগ রেখে 'ইন্টারমিডিয়েট অ্যান্ড সেকেন্ডারি এডুকেশন (অ্যামেন্ডমেন্ট) বিল-২০২১' গতকাল রোববার সংসদে পাস হয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি প্রস্তাব তুললে বিলটি কণ্ঠভোটে পাস হয়। আগামী দু'দিনের মধ্যে গেজেট এবং ফল প্রকাশের কথাও জানান শিক্ষামন্ত্রী। এ সময় বিলের ওপর আলোচনায় অংশ নিয়ে তিনি বলেন, যদি ফেব্রুয়ারিতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খোলা হয়, সেক্ষেত্রে প্রাথমিকভাবে দশম ও দ্বাদশ শ্রেণির নিয়মিত ক্লাস হবে। বাকিরা সপ্তাহে এক দিন করে ক্লাস করবে।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ৪ ফেব্রুয়ারির মধ্যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খোলার প্রস্তুতি নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শিক্ষার্থীর সংখ্যা অনেক। শ্রেণিকক্ষে তাদের গাদাগাদি করে বসতে হয়। স্বাস্থ্যবিধি মেনে বসানো সম্ভব হবে না। সেক্ষেত্রে সব শ্রেণির শিক্ষার্থীকে একসঙ্গে আনার সুযোগ থাকবে না। তিনি বলেন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধানদের প্রস্তুতি নিতে বলা হয়েছে। এরপর জাতীয় পরামর্শ কমিটির পরামর্শ নিয়ে ঘোষণা করা হবে কবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খুলবে।

এর আগে পরীক্ষা ছাড়া এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ফল প্রকাশে সংসদে উত্থাপিত বিলের সংশোধনী এবং বাছাই কমিটিতে পাঠানোর বিষয়ে সংসদ সদস্যদের প্রস্তাবগুলোর জবাব দিতে গিয়ে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, সংক্ষিপ্ত সিলেবাসের মাধ্যমে চলতি ২০২১ শিক্ষাবর্ষে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষা গ্রহণের চিন্তাভাবনা রয়েছে। অবশ্য বেশিরভাগ শিক্ষার্থী চলতি শিক্ষাবর্ষের এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষা দিতে চাচ্ছে না বলেও মন্তব্য করেন মন্ত্রী।

দীপু মনি বলেন, আগামী মাসে বা দুই মাস বাদে মহামারি (পেনডেমিক) কোথায় কোন অবস্থায় থাকবে, তা এখনও বলার সুযোগ আসেনি। তবে যে তথ্য আছে তাতে দেখছি, আমাদের দেশে সংক্রমণের নিম্নগতি। এতে সরকারের বিরাট সাফল্য রয়েছে। তিনি বলেন, শিক্ষার্থীদের কোন জায়গায় শিক্ষাজীবন ব্যাহত হচ্ছে, কোন জায়গায় ঘাটতি হচ্ছে, আগামী শিক্ষাবর্ষে কী করে তা পূরণ করব- সবকিছুই বিবেচনায় নিয়ে আমাদের কাজ করতে হচ্ছে।

২০২০ সালের এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা না নেওয়া গেলেও তাদের পরীক্ষার পূর্ণ প্রস্তুতিসহ সিলেবাস শেষ হয়ে গিয়েছিল মন্তব্য করে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, চলতি বছরের (২০২১) এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার্থী যারা আছে, তারা প্রায় একটি বছর সরাসরি ক্লাসে অংশগ্রহণ করেনি। অনলাইন কিংবা টেলিভিশনে করেছে। এর একটি অংশ হয়তো একেবারেই বাইরে রয়ে গেছে। এসব কিছু বিবেচনায় নিয়ে আমরা এবারের এসএসসি ও এইচএসসির একটি সংক্ষিপ্ত সিলেবাস প্রণয়ন করেছি। এরই মধ্যে সেটি সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পাঠানো হচ্ছে। সেই সিলেবাসের ওপর এসএসসির ক্ষেত্রে তিন মাস ও এইচএসসির ক্ষেত্রে চার মাস যদি অন্তত ক্লাস করাতে পারি তাহলে সেই সংক্ষিপ্ত (অ্যাব্রিজ) সিলেবাসের ওপরে পরীক্ষা নিতে পারব। কাজেই যারা পরীক্ষা না নিলে সব শেষ হয়ে যাচ্ছে বলছেন, আশা করি তারাও আশাবাদী হবেন।

এদিকে, 'বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড (সংশোধন) বিল-২০২১', 'বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড (সংশোধন) বিল-২০২১' আরও দুটি বিল গতকাল পাস হয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী দীপু মনি বিল তিনটি উত্থাপনের সময় বলেছিলেন, শিক্ষার্থীদের ফল ইতোমধ্যে প্রস্তুত করা হয়েছে। বিল পাস হলেই তা দ্রুত প্রকাশ করা যাবে। ফল প্রকাশ হওয়ার পর এই শিক্ষার্থীদের স্নাতক পর্যায়ের বিভিন্ন উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তির প্রক্রিয়া শুরু হবে।

বিলের উদ্দেশ্য ও কারণ সম্পর্কে মন্ত্রী দীপু মনি বলেছেন, 'প্রস্তাবিত আইনে বিশেষ পরিস্থিতিতে অতিমারি, মহামারি, দৈব দুর্বিপাকের কারণে বা সরকার কর্তৃক সময় নির্ধারিত কোনো অনিবার্য পরিস্থিতিতে কোনো পরীক্ষা গ্রহণ, ফল প্রকাশ এবং সনদ করা সম্ভব না হলে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপিত আদেশ দ্বারা কোনো বিশেষ বছরে শিক্ষার্থীদের জন্য পরীক্ষা ছাড়াই বা সংক্ষিপ্ত সিলেবাসে পরীক্ষা গ্রহণ করে উক্ত প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত পদ্ধতিতে মূল্যায়ন এবং সনদ প্রদানের জন্য নির্দেশাবলি জারি করার বিষয় উল্লেখ রয়েছে।'

বাছাই কমিটিতে পাঠানো প্রস্তাবের ওপর বক্তব্য দিতে গিয়ে বিএনপির হারুনুর রশীদ বলেন, করোনাকালে বহু শিক্ষার্থী ঝরে পড়েছে। পরীক্ষা থাকলে শিক্ষার্থীরা টেবিলে বসে। একটা পরীক্ষা নেওয়া যেত। অটোপাস দিয়ে দেওয়ায় একটি ভয়াবহ সংকট তৈরি হলো। মেধাবীরা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হলো। এ বিষয়ে আরও চিন্তাভাবনা করার প্রয়োজন ছিল।

গণফোরামের মোকাব্বির খান বলেন, পরীক্ষা ছাড়া পাসের ব্যবস্থা করে শিক্ষার্থীদের যে ক্ষতি হওয়ার তা হয়ে গেছে। পেনডেমিক পিরিয়ডে আগে আরও তিনটি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছে। সেই সময় এ বিষয়টি চিন্তা করা হলে ক্ষতি কিছুটা হলেও পুষিয়ে নেওয়া যেত।

জাতীয় পার্টির মুজিবুল হক চুন্নু বলেন, অটোপাসের ব্যবস্থা না করে একটি সংক্ষিপ্ত পরীক্ষার মাধ্যমে আমরা এটা করতে পারতাম। কারণ আমরা অতীতে অটোপাসের ক্ষেত্রে দেখেছি তাদের সারাজীবন একটি বদনামের মধ্যে চলতে হয়।

জাতীয় পার্টির ফখরুল ইমাম বিলটির প্রতি সমর্থন জানিয়ে বলেন, এটি সময়োপযোগী ও গুরুত্বপূর্ণ বিল। এক বছর মানুষের জীবনের কিছুই নয়। তিনি বলেন, সব স্কুল-কলেজ বন্ধ। কিন্তু কওমি মাদ্রাসা খোলা কেন? কওমি মাদ্রাসায়ও অনেক শিক্ষার্থী রয়েছে। শিক্ষামন্ত্রীকে অনুরোধ করব, এ বিষয়টি যেন দেখেন।

বিএনপির রুমিন ফারহানা বলেন, অটোপাসে মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এতে শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি দেশেরও ক্ষতি হবে। প্রকৃতপক্ষে দেশে কখনও লকডাউন ছিল না। মুখে বলা হলেও স্বাস্থ্যবিধির বালাই নেই। সবকিছু যখন স্বাভাবিকভাবে চলছে, তাহলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কেন খুলে দেওয়া হচ্ছে না। সরকারের এই ভুল সিদ্ধান্তে নতুন প্রজন্মকে মাশুল দিতে হবে।

কওমি মাদ্রাসা খোলা নিয়ে ফখরুল ইমামের বক্তব্যের জবাবে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, কওমি মাদ্রাসার অধিকাংশ শিক্ষার্থীই এতিম ও দুস্থ। তাদের বেশিরভাগই আবাসিক। সেখানে তারা থাকার সুযোগ না পেলে তাদের জীবন দুঃসহ অবস্থায় পড়বে। তাই সার্বিক বিষয় বিবেচনা করে অনেকগুলো শর্তসাপেক্ষে এটা খোলার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এখানে মানবিকতা, স্বাস্থ্য সবকিছু বিবেচেনায় নেওয়া হয়েছে।